প্রত্যেক মাযহাবে সুন্নাহ বিরোধী ফাতাওয়া আজও কেন বিদ্যমান

মূল ঃ আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)
অনুবাদ ঃ আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ

প্রত্যেক মাযহাবে সুন্নাহ বিরোধী ফাতাওয়া আজও কেন বিদ্যমান?

মূল ঃ

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)

অনুবাদ ঃ

আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক এবং শতকোটি দরূদ ও সালাম জানাই প্রিয় নাবী ﷺ-এর প্রতি।

এই পুস্তিকাটি আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানীর গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকাসমূহের অন্যতম। পুস্তিকাটি আরবী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে التصفية والتربية وحاجة المسلمين إليهما **"মুসলমানদের জন্য সংস্কার ও পরিচর্যার প্রয়োজনীয়তা"** শিরোনামে। আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীসকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ ও প্রতিকার তুলে ধরেছেন। অধঃপতনের কারণ হিসেবে তিনি মুসলমানদের আল্লাহ ও রাসূলের প্রদত্ত হারামকৃত বস্তুকে হালাল করণের কৌশল অবলম্বন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রদর্শিত সুন্নাহ বিরোধী আমলকে তুলে ধরেন। মাযহাব মানার অযুহাতে সুন্নাহ পরিপন্থী প্রচলিত অসংখ্য আমল ও ফাতাওয়ার মধ্য থেকে সামান্য কিছু উপমা তুলে ধরেন। সুন্নাত স্পষ্ট হওয়ার পরও প্রত্যেক মাযহাবের ফিক্হী গ্রন্থাবলীতে কেন শারীয়াত বিবর্জিত ফাতাওয়া আজও বিদ্যমান রয়েছে সে প্রশ্নটি তিনি আক্ষেপের সাথে তুলে ধরেন এবং এ ধরনের সুন্নাহ বিরোধী ফাতাওয়া ঐ গ্রন্থগুলোতে না রাখার দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন যে, কুরআন ও সুন্নাহ-ই হলো দ্বীন, কোন মাযহাবী শিক্ষা দ্বীন হতে পারে না। তাই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রেও কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বিকল্পে মাযহাবী পক্ষপাতদুষ্ট ফাতাওয়ার কোন স্থান নেই। এ দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা-ভাবনা করেই আমি এ পুস্তিকার শিরোনাম দিয়েছি **"প্রত্যেক মাযহাবে সুন্নাহ বিরোধী ফাতাওয়া আজও কেন বিদ্যমান?"**।

এ পুস্তক অনুবাদের কাজে পরামর্শ ও সহযোগিতা করায় আমার উস্তায শাইখ আব্দুল ওয়ারিস মাদানী ও শাইখ মানসূরুল হক আল-রিয়াদী-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। এছাড়াও যারা আমাকে এ কাজে বিভিন্নভাবে উৎসাহ দিয়েছেন, সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং আল্লাহ নিকট তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

পুস্তক অনুবাদে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে জানালে কৃতজ্ঞ হব এবং ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করব।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করি, তিনি যেন আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবূল করেন এবং মুসলমানদেরকে প্রকৃত দ্বীনে ইসলাম তথা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ্‌র পথে চলার তাওফিক দান করেন- আমীন।

–আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ

প্রকাশকের দুটি কথা

সমস্ত প্রশংসা ও গুণগান একমাত্র বিশ্ব প্রতিপালকের জন্য আমরা তাঁর গুণগান বর্ণনা করছি, তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমরা আশ্রয় চাচ্ছি আল্লাহর নিকট আমাদের অন্তরের অনিষ্টতা থেকে। আর আমাদের মন্দ কর্ম থেকে আল্লাহ তা'আলা যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে বিপথে নেয় এমন কেউ নেই। আর যাকে তিনি বিপথে নেন তাকে পথ দেখানোর কেউ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রেরিত বান্দা ও রসূল। অতঃপর আমি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে, যিনি আমার মত এক অধম, অক্ষমের দ্বারা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দীস ও মুহাক্কীক শাইখ আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) কর্তৃক প্রণিত– "প্রত্যেক মাযহাবে সুন্নাহ বিরোধী ফাতাওয়া আজও কেন বিদ্যমান?" বইটি প্রকাশ করার তাওফীক দান করেছেন। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নাবী ও মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি।

সন্মানিত পাঠক! ইহ কাল ও পরকালে নাজাত প্রাপ্তির আশায় কয়েকটি আয়াতে করীমা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই–

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে যেভাবে ভয় করা উচিত সেভাবে ভয় করো, আর মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" –সূরা আলে-ইমরান– ১০২ আয়াত।

"রসূল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন তা গ্রহণ কর, যা প্রদান করেননি তা থেকে বিরত থাক।" –সূরাঃ আল-হাশর- ৭ আয়াত।

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের অনুসরণ কর, আর তোমাদের আমলগুলো ধ্বংস করো না।" –সূরাঃ মুহাম্মাদ– ৩৩ আয়াত।

"নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করেছে ও তারা দলে দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই।"সূরাঃ আল-আনআম– ১৫৯ আয়াত।

মিথ্যা সমস্ত পাপের মূল। মিথ্যা থেকেই সমস্ত শির্ক ও বিদ'আতের উৎপত্তি। তাই আসুন আমরা যাতে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় ছোট-বড় এমনকি ছোট ছেলে মেয়েদের সাথে খেলার ছলেও কোন মিথ্যা না বলি।

সন্মানিত পাঠক! বান্দার ইবাদত আল্লাহ তা'আলার নিকট তখনই গ্রহণযোগ্যতা পায় যখন বান্দার ঈমান থাকে শির্কমুক্ত। 'আমাল থাকে বিদ'আত মুক্ত। আর তার উপার্জন থাকে হালাল।

তাই আসুন আমরা সমস্ত প্রকার শির্ক-বিদ'আত, কুফর ও হারাম কাজ থেকে নিজে বাঁচি। অন্যকে বাঁচার আহ্বান জানাই। –আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাওফিক্বদাতা ॥

–নওফেল বিন হাবীব

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الْحَمْدُ لله، نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُهْ، وَنَعُوْذُ بِالله مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه، وَمَن يُّضْلِلْهُ فَلاَهَادِىَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه.

﴿ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِه– وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ﴾ [آل عمران : ١٠٢]. ﴿ يَايَهُّاَ النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءَ– وَاتَّقُو اللهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِه وَالأَرْحَامِ– انَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴾ [النساء : ١]. ﴿ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا* يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَا لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَن يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَه فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴾ [الأحزاب : ٧٠–٧١].

أما بعد؛ فَإِنَّ خَيْرَ الْكلام كلام الله، وَخَيْرَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّالأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَة بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٌ ضَلاَ لَةٌ، وَكُلُّ ضَلاَ لَةٍ فِى النَّارِ.

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য, আমরা তাঁরই গুণকীর্তন করছি, এবং তাঁর কাছেই সাহায্য ও ক্ষমা চাইছি। আমরা তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমাদের নফসের অনিষ্টতা ও খারাপ কাজ হতে। আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং আল্লাহ যাকে

পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ প্রদর্শন করতে পারে না। "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আর আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দাহ্ ও রাসূল।"

আল্লাহ্র বাণী ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভয় কর আর মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ করো না"। (সূরা আল ইমরান ১০২)

এবং আল্লাহ্র বাণী ঃ "হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করে চল যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে তদীয় সহধর্মিণী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমরা ভয় কর সেই আল্লাহকে যাঁর নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে প্রার্থনা কর। এবং আত্মীয়দের সম্পর্কে সর্তক থাক নিশ্চয় আল্লাহই তোমাদের তত্ত্বাবধানকারী।" (সূরা আন-নিসা ১)

এবং আল্লাহ্র বাণী ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং ন্যায় সঙ্গত কথা বল। আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ মোচন করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে বিরাট সফলতা অর্জন করবে।" (সূরা আহযাব ৭০-৭১)

অতঃপর সর্বোত্তম উত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহ্র বাণী এবং উত্তম হিদায়াত হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রদর্শিত হিদায়াত। আর সর্ব নিকৃষ্ট কাজ হলো (ধর্মে) নবআবিষ্কৃত বিষয়। আর প্রত্যেক নবআবিষ্কৃত বিষয় হলো বিদ'আত। আর প্রত্যেক বিদ'আতের পরিণাম হলো জাহান্নাম।

বর্তমানে আমরা মুসলমানরা এক বর্ণনাতীত নিকৃষ্টতম অবস্থানে উপনীত হয়েছি, যা সকলেই অবগত আছেন। মুসলমানরা যদিও আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাসী তথাপি এ অপমান তাদেরকে পাকড়াও করেছে এবং

তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্যের উপাসনায় লিপ্ত হয়েছে। দুঃখের বিষয় হল, আপতিত সর্বপ্রকার অপমান নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ না থেকে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। স্তরগত মত পার্থক্যের দরুন আমরা সদা সর্বদা আমাদের বিশিষ্ট ও সাধারণ ব্যক্তিদের মাঝে এবং আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুসলিমদের বর্তমান এই নিকৃষ্টতম অপমানজনক ও নির্লজ্জ অবস্থানে উপনীত হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করব। আর সেই গোপন দিক সম্পর্কেও গবেষণা করব যা এই অপমানকর স্তরে দাঁড় করিয়েছে। তেমনিভাবে আমরা রোগ ও নিরাময় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করব। আর এই দুর্দশা ও হতভাগা অবস্থা হতে পরিত্রাণের পথ খুঁজবো।

অতঃপর এরই ভিত্তিতে বিভিন্ন মত ও গবেষণা প্রকাশ পাচ্ছে। প্রত্যেকেই এই কঠিন সমস্যা ও দূরারোগ্য দূরীকরণে নিজস্ব মত ও পন্থা উদ্ভাবণ করছেন।

আমি লক্ষ্য করেছি, এরূপ সমস্যার কথা রসূলুল্লাহ ﷺ পূর্বেই উল্লেখ করেছেন। রসূল ﷺ সূত্রে কতিপয় প্রমাণযোগ্য হাদীসে তিনি এর বর্ণনা দিয়েছেন এবং এর নিরসনের পদ্ধতিও তুলে ধরেছেন। এরূপ হাদীসগুলোর অন্যতম হাদীস নাবী ﷺ এর বাণী ঃ

«إذا تبايعتم بالعِينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذُلاًّ لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»

"যখন তোমরা ঈনা (পদ্ধতিতে) বিক্রি করবে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, কৃষিকাজে সন্তুষ্ট থাকবে আর জিহাদ পরিত্যাগ করবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর এমন অপমান চাপিয়ে দিবেন ততক্ষণ না তোমরা তোমাদের দ্বীনে প্রত্যাবর্তন করবে সেই অপমান উঠিয়ে নেয়া হবে না।"

(সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা- ১১)

হাদীসটিতে আমরা সংক্ষিপ্তাকারে সেই রোগের বর্ণনা পেলাম যা বিস্তৃত হয়ে মুসলিমদের পরিবেষ্টন করে ফেলেছে। হাদীসটিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনরূপ সীমাবদ্ধতা ব্যতিরেকেই উদাহরণের মাধ্যমে দু'প্রকার রোগের বর্ণনা দিয়েছেন।

প্রথম প্রকার ঃ জ্ঞাতসারে সুকৌশলে মুসলিমদের কতিপয় হারামে পতিত হওয়া। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ **"যখন তোমরা ঈনা বিক্রি করবে"**– এতে তা-ই উদ্দেশ্য। তা হল ঃ এমন এক ব্যবসা যা হারাম হওয়ার প্রতি হাদীসে নির্দেশনা এসেছে। এ সত্ত্বেও সাধারণ লোক তো দূরের কথা বরং আলিমগণের কতিপয় এ ব্যবসাকে বৈধ দৃষ্টিতে দেখছেন। এ ব্যবসার পদ্ধতি হল ঃ (দ্রব্য না দেখে) কোন ব্যবসায়ী কর্তৃক কেবল শোনার মাধ্যমে ক্রেতার দ্রব্য ক্রয় করা। এর উদাহরণ যেমন গাড়ী। কেউ নির্দিষ্ট মেয়াদে পরিশোধের চুক্তিতে গাড়ি ক্রয় করল। অতঃপর ক্রেতা উক্ত গাড়িটি ক্রয় মূল্যের চেয়েও কম দামে নগদে বিক্রয়ের উদ্দেশে প্রথম বিক্রেতার নিকট ফিরে এলো। অতঃপর সেই প্রথম বিক্রেতা (যিনি এখন ক্রয়কারী) নগদে কিস্তি ও চুক্তি মূল্যের চেয়েও কম দাম পরিশোধ করে গাড়িটি নিয়ে নিল।

যেমন দশ হাজার মুদ্রায় ক্রেতা তা ক্রয় করল, অতঃপর নগদে আট হাজার মুদ্রায় বিক্রির উদ্দেশে প্রথম বিক্রেতা তার নিকট এলো। অতঃপর প্রথম বিক্রেতা দু' হাজার মুদ্রা অতিরিক্ত গ্রহণ পূর্বক তা রেজিস্ট্রি করল।

এই বর্ধিতাংশই সূদ। আল্লাহ্‌র আয়াত ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসসমূহে সূদ হারাম ঘোষণা সম্পর্কে অবহিত মুসলিমদের কর্তব্য হল, যতক্ষণ এরূপ ব্যবসায় পরিশোধের ক্ষেত্রে অতিরিক্ততা বর্তমান থাকবে ততক্ষণ একে হালাল গণ্য না করা। কারণ এই অতিরিক্তাংশ সূদ হিসেবে ধর্তব্য। অথচ কতিপয় লোক এরূপ ব্যবসাকে বেচাকেনার একটি অংশ ভেবে বৈধ দৃষ্টিতে দেখছেন। তারা এর প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন

ব্যবসা সম্পর্কিত সাধারণ দলিলকে। যেমন নিম্নের প্রসিদ্ধ আয়াতটি পেশ করেন ঃ

﴿ وأحلَّ الله البيعَ وحرمَ الربا ﴾

"আল্লাহ তোমাদের জন্য ব্যবসাকে হালাল আর সূদকে হারাম করেছেন।" (সূরা আল-বাক্বারাহ ২/২৭৫)

তারা বলেছেন ঃ এরূপ ব্যবসা বেচাকেনা মাত্র। তাতে কম বেশি হওয়াটা দোষের কিছু নয়।

কিন্তু প্রকৃত কথা হল ঃ যে ব্যক্তি তা দশ হাজার মুদ্রায় ক্রয় করে নগদে আট হাজারে বিক্রয় করেছে। যদিও সে তা বিক্রয়ের পূর্বে আট হাজার মুদ্রা প্রাপ্তির আশা করেছিল– এটা জেনে যে, এই (ধারণাকৃত মুসলিম) বিক্রেতা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে আট হাজার মুদ্রার জিনিস আট হাজার মুদ্রায় গ্রহণ করবে না। বরং সে অতিরিক্ত (দাম) চাইবে এবং ব্যবসার নাম করে এই অতিরিক্ততাকে হালাল করণের যাবতীয় কৌশল অবলম্বন করবে।

এ বিষয়টি মানুষের জন্য সর্বপ্রথম প্রকাশকারী হলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যেমন আমাদের বরকতময় প্রতিপালক মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

﴿ وأنزلنا إليك الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ للناس ما نُزِّلَ إليهم ﴾

"এবং আপনার কাছে আমি স্মরণিকা অবতীর্ণ করেছি, যেন আপনি লোকদের সামনে ঐসব বিষয় বিবৃত করেন, যেগুলো তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে।" (সূরা আন্-নাহল ১৬/৪৪)

দ্বিতীয়তঃ বরকতময় মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

﴿ بالمؤمنين رؤوف رحيم ﴾

"তিনি মু'মিনদের প্রতি নম্র ও দয়ালু।" (সূরা আত্-তাওবাহ ৯/১২৮)

আমাদের কাছে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁরই দয়া ও নম্রতার অন্যতম। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অসংখ্য হাদীসে মানব সন্তানের উপর শয়তানের কৌশলগত অবস্থান সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং শয়তানের বেষ্টনীতে পড়ার ব্যাপারে ভয় দেখিয়েছেন। যার অন্যতম আমাদের বক্ষমান হাদীসটি। তাতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ «إذا تبايعتم بالعينة» "যখন তোমরা ঈনা বিক্রি করবে।" অর্থাৎ যখন তোমরা ব্যবসা নামের অজুহাতে নিকৃষ্ট কৌশলে আল্লাহ্ ও রসূলের হারামকৃত জিনিসকে হালাল করবে। এরূপ আচরণ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও রসূলের হুকুম মানার ক্ষেত্রে অন্তরায়। কিন্তু এরূপ অতিরিক্ত গ্রহণ করাকে সে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত (অনুকূল) ভেবেছে। অথচ তা স্পষ্টই সূদ। সেজন্যই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছেন, যেন আমরা আল্লাহ্ প্রদত্ত হারামকৃত বস্তু হালাল পরিণত করণে জড়িত না হই। কারণ এরূপ আচরণ কোন মুসলিমের জেনে শুনে হারামে পতিত হওয়ার চেয়েও মারাত্মক। কেননা জেনে শুনে হারামে পতিত হওয়া ব্যক্তির ব্যাপারে তার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন ও তাওবাহ্ করার আশা করা যায়। যেহেতু সে তার কৃত কাজটি হারাম বলেই অবহিত।

আর যখন তার জন্য স্বীয় মন্দ কাজকে সুশোভিত করা হবে, চাই তা ভুল ব্যাখ্যা বা পূর্ণ অজ্ঞতার দ্বারাই হোক না কেন। তাহলে ধরে নেয়া যাবে তার কাজে (কল্যাণের) কিছুই নেই। আল্লাহ্‌র নিকট তাওবাহ্ না করা পর্যন্ত এ বিপদ হতে তার পরিত্রাণ না পাওয়াটা স্পষ্ট।

চিন্তা ও বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণে স্পষ্ট যে, হারামকে হালালে পরিণত করণের দিকটি অধিক হারামের তুলনায় কঠিন বিপজ্জনক। যারা সূদকে জেনে ও বিশ্বাস করে ভক্ষণ করে তাদের সঙ্গে আল্লাহ্ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। আয়াতে এর দলীল বিদ্যমান। এর ভয়াবহতা

পরিণামের দিক থেকে ঐ ব্যক্তির তুলনায় কম যে ব্যক্তি সূদকে হালাল মনে করে খায়। এর উপমা যেমন- কেউ মদকে হারাম জেনেই পান করল। আশা করা যায় সে আল্লাহ্র নিকট তাওবাহ্ করবে। কিন্তু যে ব্যক্তি নেশাদ্রব্যকে হালাল ভেবে সেবন করল, তার অবস্থা ওর চেয়েও ভয়ানক। যতক্ষণ পর্যন্ত নেশাদ্রব্যের হুকুমের ব্যাপারে তার মন্দ বুঝের অবসান না হবে তার তাওবাহ্র আশা করা যায় না।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্ষমান হাদীসটিতে ঈনা ব্যবসার উল্লেখ করেছেন যা আমরা প্রারম্ভিক কথায় উদাহরণসহ কোনরূপ সীমাবদ্ধতা ছাড়াই তুলে ধরেছি। যা মুসলিম ব্যক্তির হালাল ভেবে হারামে সম্পৃক্ত হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করছে।

এর ফলশ্রুতিতেই আল্লাহ তাদেরকে (মুসলিমদেরকে) অপদস্ত করছেন। মুসলিমদের মাঝে হালাল ভেবে হারামে সম্পৃক্ত হওয়ার আচরণ প্রকাশ ও বিস্তার সেই অপদস্তের কারণ।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ দ্বিতীয় প্রকারে এমন সব বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলোকে মানুষ শরীআত বিরোধী জেনেও সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

«إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع»

"যখন তোমরা ঈনা বিক্রি করবে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে আর কৃষিকার্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে।" অর্থাৎ তোমরা দুনিয়া ধ্বংসের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকবে এবং এ কথার অজুহাতে রিয্ক অন্বেষণ করবে যে, আল্লাহ আমাদেরকে রিয্ক অর্জনের চেষ্টা করতে বলেছেন। অতঃপর মুসলিমরা উক্ত পথে চেষ্টা করতে লাগল, আল্লাহ্র ফরয সমূহের অন্যতম ফরযকে ভুলে গেল এবং কৃষিকাজ ও অনুরূপ উপার্জনের বিভিন্ন পন্থাতে চেষ্টায় নিমগ্ন হয়ে পড়ল। আর এগুলোই তাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত কর্তব্যকে ভুলিয়ে

দিল। হাদীসে যার উপমা জিহাদ দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "যখন তোমরা ঈনা বিক্রি করবে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, কৃষিকার্যে সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর এমন অপমান চাপিয়ে দিবেন। যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দ্বীনে প্রত্যাবর্তন করবে সেই অপমান উঠিয়ে নেয়া হবে না।"

এই হাদীস নবুওতের নিদের্শন বিশেষ, যেমনটি আপনি প্রত্যক্ষ করছেন। আর হাদীসে উল্লিখিত এ অপমান দুঃখজনক হলেও আমাদের মাঝে দৃশ্যমান, বর্তমান। তাই আমাদের কর্তব্য হল, রোগ নিরূপণের পর এই হাদীস হতে তার নিরাময় গ্রহণ করা। যা অতি সত্বর অপমান হতে পরিত্রাণের ব্যাপারে এই রোগ মুক্তির জন্য ফলদায়ক হবে। আমরা চিকিৎসাকে আঁকড়ে ধরলে ঔষধগুলো আমাদের রোগ দূরীকরণে ধাবিত করবে।

সাবধান! তা হল অপমান, অপদস্ততা। সেজন্য রসূল ﷺ এর বর্ণিত নিরাময়ের দিকে ফিরে যাওয়াই আমাদের কর্তব্য। কারণ আমরা সেদিকে প্রত্যাবর্তন করলে আল্লাহ আমাদের থেকে সেই অপমান উঠিয়ে নিবেন। যা স্পষ্ট ব্যাপার।

লোকেরা এ হাদীস পড়ছে এবং নাবী ﷺ এর বাণী ঃ **"যতক্ষণ না তোমরা দ্বীনে প্রত্যাবর্তন করবে"** বহুবার শুনেছে। **তাদের ধারণা দ্বীনে প্রত্যাবর্তন সহজ ব্যাপার, আমি মনে করি, আমাদের প্রয়োজন দ্বীনে (যথাযথ) প্রত্যাবর্তন করা। কেননা সকলেই অবগত আছেন, এ দ্বীন তার মূলনীতির বিকৃতির ফলে বহুবার সমস্যায় পতিত হয়েছে এবং ঐ পূর্ববর্তী লোকদের অনেকেই এই পরিবর্তন ও বৈপরিত্য পর্যন্ত পৌঁছেছে। এরূপ কতিপয় পরিবর্তন অধিকাংশ মানুষের জানা আর কতিপয় সে রকম নয় বরং সর্বসাধারণের নিকট তার উল্টো। এতে**

এমন বহু মাসআলা রয়েছে যার কতিপয় আক্বীদাগত আর কতিপয় ফিক্‌হের অংশগত। তাদের ধারণা এগুলো দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। অথচ তা দ্বীনের কিছুই নয়, পূর্বোক্ত উপমা নিশ্চয় দূরে নয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাদীসে উল্লেখিত এটিই হল প্রথম কারণ; "যখন তোমরা ঈনা ব্যবসা করবে"। এ ঈনা ব্যবসা সকলের জন্যই অনিরাপদ বা তারা এটি হারাম হওয়া সম্পর্কেও অনবহিত। **বরং কতিপয় মুসলিম অধ্যুষিত ইসলামী দেশে অদ্যাবধি এমন বহু আলিম রয়েছেন যাদেরকে আমরা ইসলাম সম্পর্কে গভীর পণ্ডিত মনে করি অথচ তারা এই ঈনা ব্যবসা সম্পর্কে এমন ফতোয়া দিচ্ছেন যাতে সুদ হালাল করণের কৌশল নিহীত আছে।** এ হল অসংখ্য উদাহরণের একটি উদাহরণ মাত্র যা ইসলামী ফিক্‌হের গবেষকগণ অবহিত।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হারাম হওয়া সত্ত্বে এটি ব্যবসার প্রকার বিশেষ। যাকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের অপমান ও অপদস্তের কারণ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। এটি আমাদের উল্লেখকৃত দশটি উপমার একটি। দ্বীনকে নতুনভাবে বুঝা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আর আমাদের ইঙ্গিতকৃত বক্তব্য 'আলিমগণ এমন কতক জিনিস হালাল করে দিয়েছেন যেগুলো হারামের ব্যাপারে সুন্নাতে স্পষ্ট দলীল রয়েছে'-এর দ্বারা তাদেরকে আঘাত করা বা নিজেদের বড়ত্ব প্রকাশ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যে জ্ঞান হাদীসের হারামকৃত বস্তুকে হালাল করে দেয় আমরা সেই জ্ঞান অর্জনে অনিচ্ছুক। বরং আমরা চেয়েছি মুসলমানদের উপদেশ দিতে, তাদের সঙ্গে প্রত্যেককে সহযোগিতা করতে- বিশেষ করে ইসলামী ফিক্‌হে মগ্ন ব্যক্তিদেরকে– এটা বুঝাবার জন্যই যে, কুরআনের বিজ্ঞানময় আয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তনের ফলেই কতিপয় লোকের মাঝে পরিবর্তন এসেছে। সেই আয়াত সকলেরই জানা, তবে আয়াতকে বাস্তবায়ন করার সংখ্যা সামান্যই বটে। আয়াতটি হল, মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا﴾

"তোমরা যদি কোন বিষয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড় তাহলে সে বিষয় আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে নাও যদি প্রকৃতই আল্লাহ ও ক্বিয়ামাত দিবসে বিশ্বাসী হও। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।"

(সূরা আন্ নিসা ৪/৫৯)

মুহাদ্দিসগণ ছাড়াও বিগত আলিমদের মাঝে ঈনা ব্যবসা ও অন্যান্য বহু ব্যবসা নিয়ে বিদ্যমান মতপার্থক্যের কথা ফিক্হ শাস্ত্র অধ্যয়নকারীদের জানা বিষয়। **তাহলে এ ধরনের মতভেদপূর্ণ মাসআলার ব্যাপারে এ যুগের আলিমগণ কি করছেন?** জানা মতে তাদের অধিকাংশই এই মতবিরোধকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন এবং পূর্ববর্তীদের পূর্বের অবস্থায় ছেড়ে দিচ্ছেন, যেমন বলা হয়ে থাকে।

আর আমি যখন বলব ঃ মুসলমানরা কিরূপে তাদের দ্বীনে প্রত্যাবর্তন করবে; তাতো রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিরূপিত চিকিৎসার মাধ্যমেই। যদি তারা সেই চিকিৎসা গ্রহণ করে তাহলেই তাদের থেকে অপমান অপদস্ততা দূরীভূত হবে অন্যথায় নয়। **"যখন তোমরা ঈনা বিক্রি করবে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, কৃষি কার্যে সন্তুষ্ট থেকে জিহাদ ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর এমন অপমান চাপিয়ে দিবেন যতক্ষণ তোমরা তোমাদের দ্বীনে প্রত্যাবর্তন না করবে সেই অপমান উঠিয়ে নেয়া হবে না।"**

অতএব, চিকিৎসা একটাই তা হল, দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন। **কিন্তু এ দ্বীন তো অত্যন্ত কঠিন মতভেদে ডুবে আছে, যা সকলেই বিশেষ করে এ বিষয়ের গবেষক মাত্রই অবহিত। এ মতবিরোধ মোটেই সে রকম নয় যেমনটি অধিকাংশ লোক ও আলিম ধারণা পোষণ করেন। তারা**

বলেন ঃ এ মতবিরোধ অল্প সংখ্যক ন্যূনতম মাসআলাতে সীমাবদ্ধ। কিন্তু এ মতবিরোধ তো সীমা অতিক্রম করে আক্বীদাহ্‌গত বিষয়েও পৌঁছে গেছে। ফলে এক্ষেত্রে আশারিয়া ও মাতুরিদিয়া সম্প্রদায়ের মাঝে বিরাট মতপার্থক্য দেখা যাচ্ছে। এখানে আরো মতপার্থক্য রয়েছে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মাঝেও। আর অন্যান্য মতপার্থক্য তো রয়েছেই। আমরা তাদের প্রত্যেককে মুসলমান মনে করি। তাই তারা প্রত্যেকেই "আল্লাহ্‌ তোমাদের উপর অপমান চাপিয়ে দিবেন। যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দ্বীনে ফিরে আসবে তোমাদের থেকে সেই অপমান দূর কথা হবে না"– হাদীসের এই বাণীতে সম্বোধিত। অতএব, সেটা কোন দ্বীন যেদিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন করা উচিত? তা কি কোন অমুক মাযহাবকে বুঝা? নাকি অন্যান্য মাযহাব অনুপাতে বুঝা? আমরা এ মতভেদকে চার মাযহাবে সীমাবদ্ধ করব, যাদেরকে আহলে সুন্নাতের দলভুক্ত বলে থাকি।

যে দ্বীন আমাদের থেকে অপমান দূরীকরণে চিকিৎসার কাজ করবে সে দ্বীন কোনটি? আমরা কোন মাযহাবে প্রত্যাবর্তন করলে তথায় কতিপয় মাসআলা বা দশটি মাসআলা বা এমন হাজারও মাসআলা পাই যা সুন্নাত বিরোধী। যদিও সে সবের কতক কিতাব বিরোধ নয়।

সেজন্য আমি সংশোধনের পথ বের করেছি। যেখানে ইসলামের দাঈদের অবস্থান ও একনিষ্ঠভাবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকল্পে অনুপ্রাণিত করণ একান্ত কর্তব্য। তা হল, প্রথমে নিজেদেরকে উপলব্ধি করতে হবে, এরপর উম্মাতকে বুঝাতে হবে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ যা কিছু নিয়ে আগমন করেছেন তা-ই দ্বীন। এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। সমস্ত ফিক্বহবিদের সঙ্গে একমত পোষণ করে আমিও বিশ্বাস করি, আল্লাহ প্রদত্ত নাযিলকৃত কিতাব ও সুন্নাহ্‌ অধ্যয়ন ব্যতীত দ্বীনকে সঠিকভাবে উপলব্ধির দিকে প্রত্যাবর্তনের কোন পথ নেই। আর ইমামগণের কোন

দোষ নেই। এটা তাদের মর্যাদা ও আল্লাহ প্রদত্ত ফাযীলাত।

নিশ্চয় ইমামগণ তাদের প্রথম যুগের অনুসারীদের সতর্ক করেছেন যাদের ধারণা ছিল, তারা ইমামদের অনুসরণ করবে এবং তাদেরকে অন্ধ অনুসরণ করবে আর শরীআতের ক্ষেত্রে তাদেরকে মূল প্রত্যাবর্তন স্থলরূপে গ্রহণ করবে। এর ফলে তারা শরীআতের মূল কিতাব ও সুন্নাহ ভুলে গিয়েছিল।

আপনাদের জন্য ইমামগণের সকল মতামত উদ্বৃত করার প্রয়োজন নেই। তাদের সকলের বক্তব্যই একটি বাক্যের আবর্তনে রয়েছে। তা হল ঃ

«إذا صح الحديث فهو مذهبي»

"হাদীস সহীহ হলে সেটাই আমার মাযহাব।"

অতএব ইমামগণের পক্ষ হতে **এ কথাটিই** আমাদের জন্য যথেষ্ট। এতেই প্রমাণিত হয় **ইমামগণ নিজেরা উপদেশ গ্রহণ করেছেন এবং উম্মাতকে নসীহত করেছেন। আর তাদের ইজতিহাদ ও রায় যখন হাদীস বিরোধী হয়েছে তখন তারা হাদীস অনুসরণে প্রত্যাবর্তন করতে বলেছেন।**

অতএব কিতাব ও সুন্নাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনের পথ স্পষ্ট হয়ে গেল। এমনকি ইমামগণের তাকলীদের বিষয়টিও।

সুতরাং আমরা এখন কতিপয় উদাহরণ পেশ করব যা আজও আমাদের মাদ্রাসা, কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পঠিতব্য কিতাবসমূহে বিদ্যমান। যেমন ঃ **এক ইসলামী মাযহাব মতে ঃ "মুসল্লী সলাতে দাঁড়ানো অবস্থায় হাত না বেঁধে ছেড়ে রাখবে।" কিন্তু কেন? মাযহাবে এভাবেই আছে তা-ই।** নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাতের সময় তাঁর ডান হাত দ্বারা বাম হাত আঁকড়ে ধরতেন না, এ বিষয়ের পক্ষে হাদীসের প্রত্যেক আলিম

হাদীস আনয়নের চেষ্টা করেছেন। যদিও অন্তত একটি হাদীস হয়, চাই তা যঈফ হোক কিংবা মাওযু। **কিন্তু এর কোনই অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। তাহলে এরূপ আমলকে ইসলাম বলা যায় কি?** আমি জানি শীঘ্রই আপনাদের কতক বলে উঠবে ঃ 'এটাতো কোন মৌলিক মাসআলা নয়।' আবার তাদের কতক একে সহজ গণ্য করে বলবে ঃ এটা তো ধ্বংসাত্মক কাজ। আমি বিশ্বাস করি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পক্ষ হতে যা কিছুই এসেছে তা দ্বীন ও ইবাদতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তাই তা ধ্বংসাত্মক কাজ নয়।

আমাদের বিশ্বাস, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু নিয়ে আগমন করেছেন সেগুলোকে দ্বীনের বুনিয়াদ হিসাবে গ্রহণ করা আমাদের প্রথম কর্তব্য; যদি তা ফরয হয় তো ফরয আর যদি সুন্নাত হয় তবে সুন্নাত। কিন্তু আমরা যদি শরীআতের কোন নির্দেশকে ধ্বংসাত্মক কাজ বা কঠিন নামকরণ করে বলি যে, এটা মুস্তাহাব আমল তবে পূর্ণভাবেই বলা যায় এটা ইসলামী আদবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বিশেষত জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য অসম্ভব যে, আমরা কেবল বহিরাবরণের দ্বারা তার সুরক্ষা করব। আমি এ কথাই বলব যে, ইচ্ছে করলে আমি তাদের সঙ্গে একটি শব্দের দ্বারা বিতর্ক করতে পারি।

সলাতে হাত ছেড়ে দাঁড়ানো একটি সাধারণ উপমা মাত্র। **মুসলমানরা কেন এর উপর আমল করে চলেছে অথচ প্রত্যেক হাদীসগ্রন্থের হাদীসসমূহে দেখা যাচ্ছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত বাঁধতেন! এখানে তাকলীদ আর ইমামগণের কথার বিপরীতে গোড়ামি প্রদর্শন বৈ কিছু নেই। ইমামগণ তো বলেছেন ঃ "হাদীস সহীহ হলে সেটাই হবে আমার মাযহাব।"**

এই সাধারণ উপমায় কতক লোক খুশি হতে পারেননি। সেজন্য অন্য উপমাও তুলে ধরব। তা হল ঃ **"কতিপয় মাযহাবী গ্রন্থে আজও উল্লেখ**

আছে, মদ দু'প্রকার। এক প্রকার আঙ্গুরের তৈরি। এর পরিমাণ কম, বেশি হলেও হারাম। আরেক প্রকার আঙ্গুর ভিন্ন অন্য জিনিস দিয়ে তৈরি। যেমন জব, ভুট্টা, খেজুর বা অন্য কিছু দ্বারা। যেগুলো এ যুগের কাফিররা মদ তৈরিতে ব্যবহার করছে। এ প্রকারের প্রত্যেক মদ হারাম নয়। এর মধ্যকার যেটা নেশা সৃষ্টি করবে কেবল সেটা হারাম!" কিন্তু এ ধরনের বক্তব্য আজও কেন লিপিবদ্ধ রয়েছে?

এ বিষয়ে মানুষদেরকে বিভিন্ন কৌশলে বিভ্রান্তিতে রেখেছে এতদভিন্ন অন্য কোন অজুহাতে নয় যে, মুসলমানদের ইমামগণের কোন ইমাম ইজতিহাদ করে এ মত প্রদান করেছেন! অথচ আমরা দলমত নির্বিশেষে সকলেই হাদীস গ্রন্থাবলীতে নাবী ﷺ এর সূত্রে বিশুদ্ধ সনদাবলী দ্বারা বর্ণিত হাদীস পড়েছি ঃ

«ما أسكر كثيره فقليله حرام»

"যার অধিক পরিমাণে নেশা সৃষ্টি হয় তার অল্প পরিমাণও হারাম।" (ইরওয়াউল গালীল- ২৩৭৫)

«كل مسكر خمر، وكل خمر حرام»

"প্রত্যেক নেশা দ্রব্যই মদ আর প্রত্যেক মদই হারাম।"

(ইরওয়াউল গালীল- ২৩৭৩)

অতএব কিসের জন্য এরূপ ক্ষতিকারক কথা অব্যাহত থাকবে যা কিনা মানুষকে পাপের শেষসীমায় পৌঁছে যাওয়া লোকের পথে অনুপ্রাণিত এবং নিক্ষেপ করছে? আঙ্গুর ভিন্ন অন্য জিনিসের তৈরি মদ সামান্য পরিমাণ সেবনকে তাদের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে কেবল এ দলীলের ভিত্তিতে যে, অমুক ইমাম যিনি একজন সম্মানিত আলিম তিনি এ কথা বলেছেন। হায় আফসোস! প্রমাণের এই করুণ পরিণতির!

আমরা বিশ্বাস করি, তিনি একজন স্বনামধন্য আলিম। কিন্তু এতে পার্থক্য রয়েছে তা হল, আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, তিনি স্বনামধন্য আলিম হলেও ভুল ত্রুটি হতে নিরাপদ নন। কিন্তু তারা এ বাস্তবতাকে ভুলে গেছেন। ফলে তারা এ কথা প্রতিরোধ করছেন। তাদের কতিপয় মুসলিম সমাজে মাদকদ্রব্য বিস্তৃতিকে দুর্বল করে দিয়েছে আবার কেউ কথার মাধ্যমে নয় বরং ইমামের পক্ষালম্বনের মাধ্যমে এর বিরোধিতা করছে।

আপনারা অনেকেই হয়ত জেনে থাকবেন "আল আরাবী" পত্রিকা বিগত কয়েক বছর যাবৎ তাদের এমন কতক ব্যক্তির জন্য একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে যারা এ কথার পক্ষে এবং যারা এ কথাকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছে। তা হলঃ যেসব পানীয়তে আঙ্গুরের রস নেই। সেসব পানীয় আজ আমাদের নিকট পরিচিত। যার অধিকাংশই আঙ্গুর ব্যতীত তৈরি হয়ে থাকে। এ হিসেবে "আল আরাবী" মুসলমানদের জন্য এ বক্তব্য প্রচার করল যে, তারা ইচ্ছানুযায়ী এসব আধুনিক পানীয় হতে যে কোনটি বৈধ হিসেবে পান করতে পারবে। এই যুক্তিতে যে, যতক্ষণ নেশা না হয় পান করে যাও।

এটা কল্পনাপ্রসূত চিন্তাধারা। কেননা প্রথম বিন্দু দ্বিতীয়টিকে আকর্ষণ করে আর দ্বিতীয়টি তৃতীয়টিকে অনুরূপ তৃতীয়টি চতুর্থটিকে। অল্প রাসায়নিক বিক্রিয়া যা নেশা সৃষ্টি করে না তা এমন এক প্রক্রিয়া যা সীমানা মজবুত করতে পারে না। অনতিবিলম্বেই অল্প পরিমাণ বেশির দিকে ঝুকিয়ে দেবে, যেন নেশা সৃষ্টি হয়।

অতএব, আমি বলল ঃ অকাট্য দলিলযোগ্য হাদীসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়া সত্ত্বেও কিসের জন্য এ ধরনের কথা ফিক্‌হের কিতাবসমূহে বিদ্যমান থাকবে এবং মুসলমাদের জন্য হারাম পানীয় পান এ শর্তযুক্ত করে বৈধ

করে দেবে যে, নেশা দ্রব্য পান করো না। তবে কম পান করো, বেশি পান করো না!

হয়ত লেখক এ উদ্দেশে প্রবন্ধটি লিখেছেন অথবা ভাল নিয়তে লিখেছেন। তিনি কতিপয় লোককে পথ দেখানোর উদ্দেশে বলেছেন ঃ হে জামা'আত! মুসলমানদের উপর কঠিন করো না। কেননা এই শরাব বৈধতার পক্ষে মুসলিম ইমামগণের কোন ইমামের মত রয়েছে। অতএব আমরা কেন একে হারাম করব? এ লেখকের অবস্থা এমনটিও হতে পারে। কিন্তু আমাদের কি হল, আমরা শামের সম্মানিত আলিমগণের এক ব্যক্তিকে এই প্রবন্ধের প্রতিবাদে রিসালা লিখতে দেখছি, দেখা যাচ্ছে তিনি কখনো এর প্রতিবাদে হিমসিম খাচ্ছেন আবার কখনো লিখকের কথাকে সমর্থন করছেন, আবার কখনো লিখকের প্রতিবাদে আমাদের উল্লেখকৃত কতিপয় হাদীসকে তুলে ধরছেন। কেন আমরা এই সম্মানিত আলিমকে সন্দেহ পোষণ করতে দেখছি?

এই আলিম প্রবৃত্তি অনুসরণার্থে বা অজ্ঞতার সাথে কথা বলেননি। আমিও তাদের সঙ্গে বলছি ঃ **তিনি প্রবৃত্তির বশে বা অজ্ঞতার সাথে কথা বলেননি। কিন্তু তিনি কি ইজতিহাদের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ও প্রবৃত্তি অনুসরণ হতে দূরে থাকার ব্যাপারে নিরাপদ? আমাদের সবাই বলবেন ঃ না**। সকলে রসূলুল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত হাদীসটি স্মরণ করবেন, যেখানে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب؛ فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ؛ فله أجر»

"হাকিম যখন বিচারে ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্ত দিবেন তাকে দু'টি নেকী প্রদান করা হবে আর হাকিম যখন বিচারে ইজতিহাদ করে ভুল সিদ্ধান্ত দিবেন, তাকে একটি নেকী দেয়া হবে।" (বুখারী ৭৩৫২, মুসলিম ১৭১৫)

আমরা কেন ভুলে যাচ্ছি মুজতাহিদকে প্রতিদান স্বরূপ একটি নেকী দেয়া হবে। আর আমরা এ কথাও বলব না যে, তিনি ভুল করেছেন, ব্যর্থ হয়েছেন? কেননা কতিপয় ব্যক্তির কারোর এরূপ কথায় কষ্ট অনুভূত হয় যে, উমুক ইমাম ভুল করেছেন। অতএব আমরা বলব ঃ কেন এই আঘাত দেয়া? **আর আমরা কেনই এ কথা বলতে পিছপা হবো ঃ নিশ্চয় মুসলিম ইমামগণের উমুক ইমাম কোন মাসআলাতে, ইজতিহাদে বা তার রায়ে ভুল করেছেন। এজন্য তাকে দু'টি নেকীর পরিবর্তে একটি নেকী দেয়া হবে?** কেনইবা প্রথমে এ কথাটি বলব না। আর দ্বিতীয়ত কতিপয় শাখা মাসআলায় সমন্বয় সাধন; তার অন্যতম হল এই শাখা, যে বিষয়ে আমরা রয়েছি?

ঐ লেখকের প্রতিবাদে এই আলিম যে রিসালা সংকলন করেছেন তা থেকে এ ফলাফল বেরিয়ে আসবে না যে, ঐ লেখক মুসলিম ইমামগণের কোন ইমামের রায়ের বিশ্বাসে ভুল করেছেন। কেননা এ রায় যাচাইয়ের পর শরয়ী দলীলের ভিত্তিতে পেশ করা হয়েছে; ইমামের কতিপয় অনুসারী এ ব্যাপারে নিজেদেরকে অপারগ করেছেন এবং ইমামের জন্য একটি নেকি ছেড়ে দিয়েছেন। সেই রিসালা কেন পাঠ করব না যাতে রয়েছে ইমাম ভুল করলেও নেকিপ্রাপ্ত হবেন এবং ইমামের এই রায় সম্পর্কে সুন্নাতের উপর লিখকের কোন আপত্তি নেই?

উত্তর ঃ **কেননা আমাদের অন্তরে মরিচিকা পড়ে গেছে। সেজন্যই আল্লাহ আমাদের জন্য (ইমামদের প্রতি) যেটুকু সম্মান প্রদর্শন ওয়াজিব করেছেন আমরা ইমামদেরকে তার চেয়েও বেশি সম্মান দিয়ে থাকি ও পবিত্র ভাবি।**

আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বাণীতে বিশ্বাস করি। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

« ليس منا من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه »

"যে ব্যক্তি বড়কে শ্রদ্ধা করে না, ছোটকে স্নেহ করে না এবং আমাদের আলিমগণের হক সম্পর্কে জানে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"

(সহীহ আল জামে- ৫৪৪৩)

আলিমগণের হক সম্পর্কে মুসলমানদের অবহিত হওয়ার ব্যাপারে এ হল রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উৎসাহ দান। **কিন্তু এটা কি আলিমের হক যে, আমরা তাকে নবুওত ও রিসালাতের দরজায় আসীন করে দেব?**

একজন আলিম যখন আমাদের সম্মুখে দলীল পেশ করবেন তখনই তাকে যথাযথ সম্মান ও স্থান প্রদান এবং অনুসরণ করা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু আমাদের জন্য উচিত নয় তার কথাকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথার উপর স্থান ও প্রাধান্য দেয়া বা রসূলুল্লাহ্‌র কথার সমপর্যায়ে রাখা! এটা ভিন্ন রকম উপমা যা আমাদের কিতাব ও সুন্নাহ্‌র ধারকদের মাঝে কোনরূপ অস্বীকৃতি ও মতপার্থক্য ছাড়াই বিদ্যমান রয়েছে।

এটি আমি আমার প্রকাশিত রিসালাতে উল্লেখ করেছি। পাঠকদের কর্তব্য, সেখান থেকে একটি ফলাফল বের করা। তা হল, নাবী ﷺ যা বলেছেন তা-ই হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঃ

« ما أسكر كثيره فقليله حرام »

"যে জিনিস বেশি পরিমাণে নেশা সৃষ্টি করে তার অল্প পরিমাণও হারাম।" (ইরওয়াউল গালীল- ২৩৭৫)

আর ঐ লেখক "মাজাল্লাতুল আরাবী" পত্রিকাতে ভুল করেছেন। আহলে 'ইল্‌মের যারা তার উপর নির্ভর করেছেন তারাও ভুল করেছেন। **কারোর ভুলের ব্যাপারে আমাদের কাছে ভালবাসার স্থান নেই। ভুল**

ভুল হিসেবেই গণ্য আর কুফর কুফর হিসেবেই ধর্তব্য হবে। চাই তা বড় বা ছোট মানুষই করুক না কেন। পুরুষ বা নারী হোক না কেন। তার সবই ভুল। ভুলের মৌলিকত্বের ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই।

জ্ঞাতব্য যে, এ যুগের শাসনতন্ত্র দুঃখজনকভাবে আমাদের উপর এমন কতিপয় বিধান আবশ্যক করে দিয়েছে যার কতিপয় সর্বসম্মতিক্রমে শরীয়ত বিরোধী। যতদিন এ বিধান অবশিষ্ট থাকবে ইসলামের দৃষ্টিতে তা হারাম বলেই গণ্য হবে। এতদসত্ত্বেও আজও বিধান দেয়া হচ্ছে যে, **বয়োঃপ্রাপ্ত মুসলিম বালিকা অলীর অনুমতি ছাড়াই নিজ বিবাহ সম্পন্ন করতে পারবে। অথচ রসূলুল্লাহ ﷺ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন ঃ**

«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل»

"যে মহিলা স্বীয় অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে তার বিবাহ অকার্যকর (বাতিল), তার বিবাহ অকার্যকর, তার বিবাহ অকার্যকর।" (ইরওয়াউল গালীল- ১৮৪২)

কিন্তু এ হাদীসের উপর আমল করা হচ্ছে না। বরং আমল করা হচ্ছে উক্ত কথার উপর আর ফায়সালা দেয়াও হচ্ছে তা-ই! কিছু লোক বলেন ঃ আপনি ছাড়া কি কেউ হাদীস বুঝেন না!

এর জবাবে আমি বলব ঃ এ হাদীসকে গ্রহণ করেছেন এমন ইমামগণ যারা আরবী ভাষা ও পদ্ধতি সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। হ্যাঁ তিনি ইমাম শাফিয়ী (ও তাদের অন্যতম)। আর এটা আলবেনীয়বাসীর কোন একক ব্যক্তির মতামত নয়। বরং আলবানী হাদীসটি পেয়েছে এবং এর শিক্ষা গ্রহণ করেছে কুরাইশ বংশের ইমাম (মুহাম্মাদ ﷺ) হতে।

অতঃপর কি কারণে সহীহ হাদীস ভিত্তিক এরূপ স্পষ্ট বিশুদ্ধ রায়কে কেবল মুসলিম ইমামগণের কোন ইমামের রায় হওয়ার অজুহাতে পরিত্যাগ করা হল! হ্যাঁ, ইমামের ইজতিহাদ আমাদের মাথার মুকুট বিশেষ। কিন্তু তার ইজতিহাদ তখনই মূল্যায়ন পাবে যখন তা কিতাব ও সুন্নাহ্‌র নিষ্কলুষ দলীল বিরোধী না হবে। উসূলের কিতাবগুলোতে প্রত্যেকই তাদের বক্তব্য পাঠ করে থাকেন ঃ

«إذا ورد الأثر بطل النظر»

"হাদীস বর্ণিত হলে পর্যবেক্ষণ বাতিল গণ্য হবে।"

«إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل»

"আল্লাহ্‌র রাহমাতের প্রসবণ আসলে অন্যসব প্রস্রবণ মূল্যহীন হবে।"

«لا اجتهاد في مورد النص»

"অকাট্য দলীলের সামনে ইজতিহাদ মূল্যহীন।"

জ্ঞানগতভাবে এসব নিয়মাবলী সুপরিচিত। কিন্তু আমরা কেন এসব নিয়মগুলোকে কার্যকরণে গুরুত্ব দিচ্ছি না আর কেনইবা সুন্নাহ বিরোধী কতিপয় বিষয় আঁকড়ে আছি? অতএব আমরা যখন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রদত্ত অসুস্থতা নিরাময়ের চিকিৎসার করতে চাইবো ঃ «حتى ترجعوا إلى دينكم» "যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দ্বীনে প্রত্যাবর্তন করবে" **তখন দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন কি শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তিতেই থাকবে; নাকি বিশ্বাস ও কার্যক্ষেত্রেও তা বাস্তবায়ন করতে হবে?**

অধিকাংশ মুসলমানই সাক্ষ্য দিয়ে থাকেন, "আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্‌র রসূল"। কিন্তু তারা এই সাক্ষ্যদ্বয়কে যথাযথ কার্যকর করেন না, যা দীর্ঘ আলোচ্য বিষয়। **আজকের যুগে**

অধিকাংশ মুসলমান এমনকি যাদেরকে মুরশিদ গণ্য করা হয় তারাও "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর প্রকৃত ব্যাখ্যা দেন না। এজন্য অধিকাংশ মুসলিম যুবক ও লেখক বিষয়টি সম্পর্কে সজাগ হয়েছেন। তা হলো, **এই শাহাদাতের বাস্তব কথা হচ্ছে হুকুমাত একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য হওয়া।** হ্যাঁ, আমি বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বলতে চাই ঃ এ বাস্তবতার প্রতি এ যুগের মুসলিম যুবক ও লেখকরা মনোযোগ দিয়েছেন। **হুকুম (আইন) এককভাবে মহান আল্লাহ্‌রই চলবে, আজকের যুগের মানব রচিত আইন ও তার রচিত ভিত্তি বিরাজমান সমস্যার সমাধানে আল্লাহ্‌র রচিত আইনকে পরিত্যাজ্য করে দিচ্ছে।** আমি সেসব অধিকাংশ কিতাবেই দেখেছি তারা যেসব বিষয়ে সাবধান বাণী দিচ্ছে সে বিষয়ের সঙ্গে বক্তব্যের মিল হচ্ছে না। তা হলো, হুকুম আল্লাহ্‌র জন্যই হওয়া আর **আল্লাহ্‌র হুকুম হলো কিতাব ও সুন্নাহ্‌র হুকুম। দেখা যাচ্ছে, যখন কোন কাফিরের পক্ষ হতে বিরোধপূর্ণ হুকুম আসে তা আল্লাহ্‌র হুকুমেরই বিরোধী হয়ে যায় আর যখন কোন মুজতাহিদের ভুল ইজতিহাদ আসে তখন কেন তা আল্লাহ্‌র হুকুম বিরোধী হয় না?** আমার বিশ্বাস এতে কোনই পার্থক্য নেই। **মুসলমাদের কর্তব্য হলো, কোন মৌলিক কথাও যদি কিতাব ও সুন্নাহ বিরোধী হয় তবে তা প্রত্যাখ্যান করা।** তবে এ পর্যায়ের পার্থক্য রয়েছে যারা কুফর হওয়ার কথা বলেছেন তাদের মতে, ঐ ব্যক্তি কাফির চিরস্থায়ী জাহান্নামী আর যারা বলেছেন তা মুসলমানের ভুল হিসাবে গণ্য হবে এবং ভুলের জন্য সে নেকীপ্রাপ্ত হবে। যেমন এ বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে পূর্বে বিশুদ্ধ হাদীস গত হয়েছে। যেহেতু আমরা আমাদের চেষ্টায় দ্বীনকে বুঝেছি সেহেতু সঠিক দ্বীনে প্রত্যাবর্তনই আমাদের কর্তব্য। কুরআন ও হাদীসের সম্বলিত প্রচেষ্টায় রচিত গ্রন্থ হল ফিক্‌হুল মুকাররান। তাই এই ফিক্‌হ পড়ানো উচিত। যারা পাঠদান করবেন তাদেরকে দক্ষ ও শরীয়ত সম্পর্কে অভিজ্ঞ হতে হবে।

আর আমরা যখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাবো। তখন অবশ্যই তার একটি সুস্পষ্ট সংবিধান ও অতি স্পষ্ট শাসনতন্ত্র থাকতে হবে। তাই প্রশ্ন হচ্ছে- কোন মাযহাবের ভিত্তিতে সেই সংবিধান প্রণয়ন হবে? আর কোন মাযহাবের ভিত্তিতেই বা সেই সংবিধান ব্যাখ্যা করা হবে? এ যুগের কতিপয় লেখক এই বিষয়ে এমন কিছু আহকামকে পৃথক করেছেন যা দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব, নিশ্চয় এ আইন কেবল পাঠদানের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হবে না। যেমন ইতিপূর্বে ফিকহুল মুকাররানে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আমাদের পরিভাষা হলো ঃ **কোন ব্যক্তির মাযহাবী পাঠ দ্বারা তা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, সম্ভব কুরআন ও সুন্নাহ্ অধ্যয়ন দ্বারা।** কারণ ঐ ব্যক্তি স্বীয় মাযহাব অনুপাতেই বহু অধ্যায় উদ্বৃত করেছে। ঐ লেখক তার কিতাবের মূল বক্তব্যে এও সংযোজন করেছেন যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে– হয়তো সেদিন খুবই নিকটে– এ গ্রন্থটি তার আইনশাস্ত্র হবে। বাস্তবে এটা কোন নতুন বিষয় নয়। যেমনিভাবে আল 'মাশরুবাত অল মুনকিরা' গ্রন্থের লিখক নতুন কিছু নিয়ে আসেননি। বরং নতুন বিষয় হলো আমরা যা চাচ্ছি। আর তা হলো, মুসলিম সমাজকে সতর্ক করা।

একটি মাযহাবী গ্রন্থে রয়েছে– **"কোন মুসলিম কোন জিম্মিকে হত্যা করলে তখন সে মুসলমানকে হত্যা করা হবে।"** এটি ইসলামী ফিক্হের একটি প্রসিদ্ধ অভিমত কিন্তু এখানে এর বিরোধী রায় রয়েছে। যা একে বাতিল করে দেয়, তা হলো ঃ

"কোন মুসলমান জিম্মিকে হত্যা করলে এর বদলে মুসলমাকে হত্যা করা যাবে না।" কারণ এ প্রসঙ্গে সহীহ বুখারীতে হাদীস এসেছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

«لا يقتل مسلم بكافر»

"কোন কাফিরের কারণে মুসলামকে হত্যা করা যাবে না।"

(ইরওয়াউল গালীল ২২০৯)

অতএব, রসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস দ্বারা উক্ত মত বাতিল প্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও কোন কারণে এই স্বনামধন্য আলিম ও সমসাময়িক লিখক ইসলামী রীতি ও আইনে এই অভিমতকে স্থান দিল যে, কোন কাফিরের কারণে মুসলমানকে হত্যা করা যাবে? আমার বিশ্বাস তিনি এই ফিক্‌হ অধ্যয়ন করেছেন, এরই উপর বর্ধিত নিয়েছেন। তাহলে কি এটা দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন হলো? দ্বীন বলছে, "কোন কাফিরের কারণে মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না।" কিন্তু মাযহাব বলছে ঃ হত্যা করা যাবে।

অনুরূপভাবে লিখক নিজে বলছেন ঃ মুসলমান কোন জিম্মিকে ভুলবশতঃ হত্যা করলে তার রক্তপণ কিরূপ হবে? তার রক্তপণ হবে মুসলমানের রক্তপণের অনুরূপ। মাযহাব অনুসরণার্থে আইন এরূপই বলছে, যার উপর ভরসা করা হচ্ছে। অথচ রসূল ﷺ বলেছেন ঃ

« دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن »

"কাফির হত্যার রক্তপণ মুমিনের রক্তপণের অর্ধেক।"

(সহীহ আল জামে- ৩৩৯১)

তাহলে আমরা কি এ আইন প্রতিষ্ঠা করবো, নাকি প্রতিষ্ঠা করবো এর বিপরীত কথাকে? এ ধরনের অসংখ্য উদাহরণ বিদ্যমান রয়েছে। অতএব দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তনের অর্থ হলো কিতাব ও সুন্নাহ্‌র প্রতি প্রত্যাবর্তন। কারণ ইমামগণের ঐকমত্যে তা-ই (কুরআন ও সুন্নাহ) হলো দ্বীন।

এ দ্বীন পরিবর্তন ও ভ্রষ্টতায় পতিত হওয়া হতে একেবারে নিরাপদ। এ কারণেই নাবী রসূল ﷺ বলেছেন ঃ

« تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما : كتاب الله وسنتي ، ولن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض » .

"তোমাদের কাছে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যে দু'টির পর তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো ঃ আল্লাহ্র কিতাব ও আমার সুন্নাত। অতএব, আমার সঙ্গে হাউজে কাউসারে মিলিত হওয়া পর্যন্ত ঐ দু'টি বস্তু হতে পৃথক হবে না।" (সহীহ আল জামে- ২৯৩৭)

এখানে এমন কিছু উপমা পেশ করেছি যা এ যুগের আহলে 'ইল্মের উল্লেখিত দু'টি মৌলনীতির (কিতাব ও সুন্নাহ্র) ভিত্তিতে দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তনের বুঝ গ্রহণের দিকে ফিরাতে বাধ্য করবে যেন মুসলমানরা আল্লাহ্র হারামকৃত কাজকে এই ভেবে বৈধকরণে পতিত না হয় যে, তা আল্লাহ্ বৈধ করে দিয়েছেন।

এখন দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে আমার শেষ বক্তব্য হলো ঃ আমরা যেহেতু বরকতময় আল্লাহ্র নিকট সম্মান প্রত্যাশা করি এবং প্রত্যাশা করি যে, তিনি আমাদের থেকে অপমান উঠিয়ে দিন এবং আমাদেরকে শত্রুর উপর বিজয়ী করুন, তাহলে এজন্য আমাদের ইঙ্গিতকৃত বুঝকে বিশদ্ধ করণের কাজটিই যথেষ্ট নয়।

এখানে আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। তা হল, উপলদ্ধিকে বিশুদ্ধকরণের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছা। আর তা হল, আমল তথা কার্যে প্রতিফলন। কেননা 'ইল্ম হল আমলের মাধ্যম। মানুষ যখন পরিষ্কাররূপে জানার পরও আমল করবে না তার সেই জানাতে কোনই ফলদায়ক হবে না, যা অতি স্পষ্ট। 'ইল্মের সঙ্গে অবশ্যই আমলের সম্পর্ক রয়েছে।

আহলে 'ইল্মের কর্তব্য হল, নব মুসলিমদের কিতাব ও সুন্নাহ্র ভিত্তিতে মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখা। **উত্তরাধিকার সূত্রে মানুষ যে সমস্ত**

ভুলে নিমজ্জিত আছে তাদেরকে সে অবস্থায় ছেড়ে দেয়াটা একেবারেই অসমীচীন। সে সবের কতিপয় ভুল অকাট্যরূপে বাতিল হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের ঐকমত্য রয়েছে। আর কতিপয় রয়েছে মতভেদপূর্ণ যেখানে ইজতিহাদ ও পর্যবেক্ষণের দিক রয়েছে। এরূপ ইজতিহাদ ও রায়ের কতিপয় আবার সুন্নাত বিরোধী।

এসব বিষয় সংশোধন ও প্রকাশ হওয়ার পর যেখানে পদচারণা ও প্রদক্ষিণ আবশ্যক হয়ে যায় তার জন্য প্রয়োজন এই সঠিক জ্ঞানের নতুনরূপে সুষ্ঠু পরিচলনা ও প্রতিপালন।

আর এই পরিচালনা ও পরিচর্যার ফলাফলই আমাদেরকে একটি ইসলামী সমাজ উপহার দেবে, যা পর্যায়ক্রমে আমাদের জন্যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে।

আমার বিশ্বাস 'সঠিক জ্ঞান' ও "সঠিক জ্ঞানের সঠিক পরিচর্যা" এ দু'টির ভূমিকা ব্যতীত ইসলাম প্রতিষ্ঠা, ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠা বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

প্রয়োজন উপলব্ধি করে এ সঠিক জ্ঞানের সঠিক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে উদাহরণ পেশ করছি। তা হল ঃ আমাদের নিকটে শাম দেশে একটি মুসলিম দল রয়েছে যারা ইসলামের জন্য কিছু করতে চায়। তারা এজন্যে (মানুষকে) উৎসাহ দেয় এবং কাজ নতুনরূপে পরিচালিত করে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে আমরা এ বিষয়টি অনুভব করি যে, যারা এসব কাজে জড়িত হবেন তাদের এই সঠিক সুন্দর নিয়মের উপর ব্যাপক ইসলামী জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে। যেমন আমরা এ বিষয়ে পূর্বে আলোকপাত করেছি। আমরা অনেক অগ্রগামী যুবককে সম্মিলিতভাবে জুমু'আর রাত্রিতে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও 'ইবাদাতের উদ্দেশে জাগরণের জন্য আহ্বান করতে দেখেছি। এটা খুবই ভাল বা নতুন জিনিস। কিন্তু যেহেতু তারা সুন্নাত অধ্যয়ন করেনি, সুন্নাতকে অনুধাবন করতে পারেনি এবং শৈশব হতেই ঐ ধরনের পরিবেশে গড়ে উঠেনি, ফলে তারা সুন্নাত বিরোধী কাজে নিমজ্জিত হয়েছে। আমরা এর দ্বারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করছি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

«لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام»

"অন্যান্য রাত্রি হতে জুমু'আর রাত্রিকে 'ইবাদাতের (কিয়াম) উদ্দেশে নির্দিষ্ট করো না এবং অন্যান্য দিন থেকে জুমু'আর দিনকে রোযা পালনের জন্য নির্ধারণ করো না।" (মুসলিম- ১১৪৪)

অতএব কিভাবে আমরা জুমু'আর রাত্রিতে জাগরণ করছি অথচ রসূল ﷺ আমাদেরকে তা করতে নিষেধ করেছেন। এর জবাব হল, যেহেতু আমাদের এ বিষয়ে জ্ঞান নেই তা-ই। আল্লাহ্‌র রসূল যেহেতু আমাদেরকে তা হতে নিষেধ করেছেন তাই এই রাত্রিতে জাগরণ নাজায়িযের ব্যাপারে 'ইল্‌মের ধারক বাহকগণ হতে ব্যাখ্যা প্রদান কর্তব্য।

এসব ভাল যুবকদের মধ্যকার এমন অনেককে পাওয়া যাবে যারা গান ও বাদ্যযন্ত্র শ্রবণ বৈধ মনে করে। আর এ কারণে তারা এমন কিছু প্রচার মাধ্যম পেয়েছে যা গানে পরিপূর্ণ। এই নতুন প্রজন্মের মুসলমানের জন্য ব্যাপক কোন নির্দেশনা পাওয়া যায় না। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ বাদ্যযন্ত্র নিষিদ্ধ করেছেন। এর শ্রবণকারীকে ভয় দেখিয়েছেন। আর যারা খেল-তামাশায় সন্ধ্যা অতিবাহিত করে এবং বাদ্যযন্ত্রে কান লাগিয়ে রাখে তাদেরকে এ বলে ভীতি প্রদর্শন করেছেন যে, তাদেরকে বানর ও শুকরে পরিণত করা হবে। (সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা- ৯১)

নতুন উদীয়মান এসব যুবকরা কোনটা জায়িয় আর কোনটা নাজায়িয তা জেনে বেড়ে উঠছে না। কারণ এ ব্যাপারে বহু মতামত পাওয়া যাচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ বাদ্যযন্ত্র বৈধতার সম্পর্কে ইবনু হাযম ইমামের পুস্তক পাওয়া যাচ্ছে। অতি সত্বর এই রিসালাহ ছাপানো হবে ও জনগণের মাঝে তা প্রচারিত হবে ইনশাআল্লাহ। ফলে ব্যক্তি মতামত এর সাদৃশ্যপূর্ণ হবে বলে আশা করি।

কতিপয় ব্যাখ্যাকার ও সংশোধনের পথে আহ্বানকারী কখনো বলে থাকেন ঃ যতদিন এ ইমাম ও তার অনুরূপ এই রায় বিদ্যমান

থাকবে আমরাও তার অনুসরণ করে যাব এবং বাদ্যযন্ত্র শোনার ব্যাপারে আমরা তার অন্ধ অনুসরণ (তাকলীদ) করব। বিশেষত এ মুসিবত এখন সাধারণ হয়ে গেছে। অতএব, তখন সুন্নাত কোথায় গেল? সুন্নাত তো মুছে গেছে!

রসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমাদের উপর বেষ্টিত অপমান দূরীকরণের জন্য দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তনকে চিকিৎসা নির্ধারণ করলেন তখন আমাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে গেল আহ্লে 'ইল্ম তথা জ্ঞানের ধারক বাহকদের মাধ্যমে কিতাব ও সুন্নাহ্র সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে দ্বীনের সহীহ বুঝ অনুধাবন করা এবং উদীয়মান সৎ তরুণদের সে অনুপাতে গড়ে তোলা। এটাই হলো সমস্যা নিরসনের চিকিৎসা পথ, যে সমস্যার ব্যাপারে প্রত্যেক মুসলিম অভিযোগ করে থাকেন।

এ যুগের কতিপয় সংস্কারকের একটি রায় আমাকে অবাক করেছে তা যেন আমার ইতোপূর্বে বলে যাওয়া বক্তব্যের সারমর্ম বিশেষ। আমার দৃষ্টি তা যেন আসমানের ওয়াহী। তারা বলেছেন ঃ **"তোমরা তোমাদের অন্তরে ইসলামী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করো তাহলে তোমদের ভূখণ্ডে তা এমনিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে!"**

আমাদের অবশ্য কর্তব্য হল, নিজেদেরকে ইসলাম ও দ্বীনের ভিত্তিতে সংশোধিত করা। আমরা এসবের যা কিছু উল্লেখ করেছি তা অজ্ঞতা বশে কার্যকর হবে না, বরং জ্ঞানের দ্বারা হবে। তবেই আমাদের এই ভূখণ্ডে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

সবশেষে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে নসীহত করছি যারা এই মহৎ কাজের ব্যাখার সহযোগিতায় নিজেরা অংশগ্রহণ করবেন এবং তাদের ভিন্ন অন্যান্যরা- যারা কিতাব ও সুন্নাহ্র আলোকে ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখেন এবং এরই ভিত্তিতে নতুন পরিচর্যা করবে।

এটা উপদেশ স্বরূপ। আর উপদেশ মু'মিনদের কল্যাণ বয়ে আনে।

"আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু"

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর পরিচিতি

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় রসূল ﷺ-এর মুখ নিসৃত বাণীকে কলুষমুক্ত করে যাচাই বাছাই ও বিচা বিশ্লেষণের মাধ্যমে পৃথিবীর মুসলমানদের সম্মুখে বিশুদ্ধ সুন্নাহ উপস্থাপন করার তাওফীক যে কয়জন বান্দাহকে দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে হাফিয যাহাবী (রহঃ) ও হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ)-এর পর আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর পুরো নাম আবূ আবদুর রহমান মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)।

জন্ম ঃ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) ১৯১৪ ঈসায়ী সনে পূর্ব ইউরোপের একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ আলবেনিয়ার রাজধানী কুদরাহ্তে জন্মগ্রহণ করেন। আলবেনিয়ায় জন্মগ্রহণ করার কারণে তিনি "আলবানী" নামে অভিহিত হন। তাঁর পিতার নাম নূহ নাতাজী আলবানী। তিনি তৎকালীন সময়ে একজন প্রসিদ্ধ হানাফী আলিম ছিলেন। তিনি ঈমান রক্ষার্থে পরবর্তীতে সিরিয়ায় হিজরত করেন।

শিক্ষা দীক্ষা ঃ দামিশ্কের একটি মাদ্রাসা হতে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তাঁর পিতার বন্ধু শাইখ সায়ীদ আল-বুরহানীর নিকট ফিক্হের বিভিন্ন গ্রন্থ এবং আরবী সাহিত্য ও বালাগাত প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। একবার তিনি মিশরের আল্লামা রশীদ রিযা সম্পাদিত "আল-মানার" এর একটি সংখ্যায় ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধই তাঁকে হাদীস চর্চা ও রিজাল শাস্ত্রের গবেষণায় পিপাসার্ত করে তুলে। পরবর্তীতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, সাধারণ মুসলমানদের সামনে আল্লাহ্র নাবী ﷺ-এর বিশুদ্ধ সুন্নাহ উপস্থাপন করবেন। আল্লাহ তাঁর এই ইচ্ছাকে বাস্তবরূপে দান করার তাওফীক করেছেন এবং তাঁর জন্য জ্ঞানের ভাণ্ডারকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

কর্মজীবন ঃ আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) নিজেই বলেছেন– "আল্লাহ আমাকে অসংখ্য সম্পদ দান করেছেন। তার মধ্যে একটি হল, আমার পিতার আমাকে ঘড়ি মেরামত করার কাজ নিখানো।" যৌবনের প্রথম দিকে তিনি ঘড়ি মেরামত করে জীবিকা অর্জন করেন। কিন্তু পাশাপাশি অধিকাংশ সময় তিনি হাদীস অধ্যয়ন ও গবেষণা এবং বই লিখন কাজে ব্যয় করতেন। তিনি মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। কর্ম জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি গবেষণা, লেখালেখি ও বক্তৃতা দানে ব্যস্ত থাকেন। এর ফলে হাজার বছর ধরে হাদীস শাস্ত্রের যে খিদমাত হয়নি, বিংশ শতাব্দীতে তিনি তা করার তাওফীক লাভ করেন।

রচনাবলী ঃ আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৩০০। তাঁর বক্তৃতা ও পাঠদান সম্বলিত ক্যাসেটের সংখ্যা ৭০০০ (সাত হাজার)-এরও বেশি।

আলবানী সম্পর্কে মতামত ঃ শাইখ আবদুল আযীয বিন বা-য্ তাঁকে যুগ-মুহাদ্দিস নামে অভিহিত করেছেন। ইসলামী যুবকদের বিশ্ব সংগঠন-আন্নদ্অতুল আ-লামিয়্যাহ লিশ্শাবা-বিল ইসলামী'র জেনারেল সেক্রেটারী ডঃ মা-নি' ইবনু হাম্মাদ আলজুহানী বলেন, আল্লামা আলবানী সম্পর্কে এ কথা বলা যায় যে, বর্তমান যুগে আকাশের নীচে তাঁর চেয়ে বড় হাদীস বিশারদ আর কেউ নেই।

ডঃ সুহায়িব হাসান বলেন, আলবানী (রহঃ) বিংশ শতকের হাদীস শাস্ত্রের মুজিযাহ (অলৌকিক ঘটনা)।

মৃত্যু ঃ ১৯৯৯ ঈসায়ী সনের ২ অক্টোবর আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) জর্ডানের রাজধানী আম্মানে ৮৬ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। হাদীস শাস্ত্রের তাঁর অবদানের জন্য বিশ্ববাসী তাঁকে আজীবন স্মরণ করবে এবং উপকৃত হবে। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন-আমীন।